



৪১-সূরা হা মীম আস্ সাজ্দা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৫ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা,
পরম দয়াময়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। হা মীম ।

حَمْدٌ

৩। অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়ের নিকট হইতে
(এই কুরআন) নামেন হইয়াছে—

تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৪। এমন কিতাব, যাহার আয়াতসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ
বর্ণিত হইয়াছে, যাহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হইবে, যাহা আরবী
(প্রাঞ্জল) ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সকল লোকের জন্য যাহারা
জ্ঞানের অধিকারী,

كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

৫। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। তথাপি তাহাদের
অধিকাংশই বিমূখ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা শ্রবণ
করে না ।

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا
يَسْمَعُونَ

৬। এবং তাহারা বলে, 'তোমরা যে বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে
আহ্বান করিতেছ উহা সম্বন্ধে আমাদের অন্তর পর্দায় (ঢাকা)
আছে এবং আমাদের কর্ণ বধিরতা আছে, এবং আমাদের
ও তোমার মধ্যে এক অন্তরাল আছে । সূত্রাং তুমি তোমার
কাজ কর এবং আমরাও আমাদের কাজ করি ।'

وَقَالُوا أَكَلُوبُنَا فِي آيَاتِهِ فَمَا تَذَعُنَا آلِهَتُهُ
وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنَيْكَ وَجَابِ
فَاعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ

৭। তুমি বল, 'আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার
প্রতি ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'ব্দ এক-ই মা'ব্দ; সূত্রাং
তোমরা তাঁহার দিকে যাওয়ার পথে ধৈর্যের সহিত অবিলম্ব থাক,
এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ।' এবং মোশরেকদের
জন্য দুর্ভোগ—

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَا هَاهُنَا
إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيَّ وَاسْتَغْفِرُوا ۚ وَأَنذِرُ
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

৮। যাহারা যাকাত দেয় না, বস্তুতঃ তাহারই পরকাল সম্বন্ধে
অবিশ্বাসী ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مُتَّوِّبٍ

৯। যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য
নিশ্চয় অফুরন্ত প্রতিদান (অবধারিত) আছে ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مُتَّوِّبٍ

১০। তুমি বল, 'তোমরা কি বাস্তবিক তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছ, যিনি পৃথিবীকে দুই দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার সমকক্ষ স্থির করিতেছ ? ইনিই তো সকল জগতের প্রতিপালক।

১১। এবং তিনি পৃথিবীতে উহার উপরিভাগে পর্বতশ্রেণী সংস্থাপন করিয়াছেন এবং উহাতে বহু বরকত রাখিয়াছেন এবং উহাতে চারদিনে পরিসিত পরিমাণে উহার খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছেন— যাহা সকল অনৈশ্বক্যকারীদের জন্য সমান।

১২। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন, তখন উহা ছিল (এক প্রকার) ধূম্র, অনন্তর তিনি উহাকে এবং পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় (আনুগত্যের জন্য) 'আইস।' তাহারা উড়য়ে বলিল, 'আমরা স্বেচ্ছায় আসিয়াছি।'

১৩। অতঃপর তিনি উহাদিগকে সাত আকাশে সম্পূর্ণ করিলেন দুই দিনে; এবং প্রত্যেক আকাশকে উহার কার্য সম্বন্ধে ওহী করিলেন। এবং আমরা নিম্নতম আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করিলাম, এবং হিফাযতের কারণ করিলাম। ইহা হইল পরম পরাক্রমশালী, সর্বজানী আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।

১৪। অতঃপর যদি তাহারা বিমূষ হইয়া যায়, তাহা হইলে তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে আদ এবং সামুদ জাতির ধ্বংসাত্মক আযাবের মত ধ্বংসাত্মক আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছি।'

১৫। যখন তাহাদের নিকট রসুলগণ তাহাদের সম্মুখেও এবং তাহাদের পশ্চাতেও আগমন করিয়াছিল এই বলিয়া যে, তোমরা আল্লাহ্ বাতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিও না—তখন তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি (আমাদের উপর) ফিরিশতাগণকে নাযেল করিতেন। সুতরাং তোমরা যে শিক্ষাসহ প্রেরিত হইয়াছ তাহা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করিতেছি।'

১৬। এবং আদ জাতির বিবরণ এই যে, তাহারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করিত এবং বলিত, 'শক্তিতে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কে ?' তাহারা কি চিন্তা করিয়া

قُلْ أَيْدِيكُمْ لَكُمْ فَوْنٌ بِأَلَدِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي
يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ سَبْ
الْعَالَمِينَ ①

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَابِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا
وَقَدَرْنَا فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً
لِلنَّاسِ يَدِينُ ②

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا
وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا
طَائِعِينَ ③

فَقَضَيْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى
فِي كُلِّ سَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِمَصَابِيحَ ④ وَحِفْظٍ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ⑤

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً ⑥ وَتُؤَدُّ
صَاعِقَةُ عَادٍ وَتُؤَدُّ ⑦

إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا
لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ ⑧

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ
قَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ

দেখে নাই যে, নিশ্চয় সেই আল্লাহ্, যিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শক্তিতে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ? এবং তাহারা হঠকর্তৃত্ব করিয়া আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিত ।

১৭ । ফলে আমরা তাহাদের উপর অন্তত দিনসমূহে প্রচণ্ড ঝড়বায়ু পাঠাইয়াছিলাম যাহাতে আমরা তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাজনক আঘাত ভোগ করাই । এবং পরকালের আঘাত অবশ্যই ইহা অপেক্ষা অধিকতর লাঞ্ছনাজনক হইবে এবং তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না ।

১৮ । আর সামুদ জাতির বিবরণ এই যে, আমরা তাহাদিগকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম । কিন্তু তাহারা হেদায়াতের পরিবর্তে অন্ধত্বকে পসন্দ করিয়াছিল; তখন তাহাদের কৃত-কর্মের ফলে এক লাঞ্ছনাজনক আঘাতের প্রকট বজ্রধ্বনি আসিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিল ।

১৯ । আর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলিত, আমরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম ।

২০ । এবং যেদিন আল্লাহর শত্রুদিগকে আগুনের অভিমুখে সববেত করা হইবে, অতঃপর তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিনাশ করা হইবে,

২১ । এমন কি যখন তাহারা উহার নিকটে পৌছিবে, তখন তাহারা যে সকল কার্যকলাপ করিত উহার জন্য তাহাদের কর্ণ, তাহাদের চক্ষু এবং তাহাদের চর্ম তাহাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে ।

২২ । এবং তাহারা নিজেদের চর্মকে বলিবে, 'তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে ?' উহারা বলিবে, 'সেই আল্লাহ্ আমাদের বাকশক্তি দিয়াছেন যিনি প্রত্যেক বস্তুকে বাকশক্তি দিয়াছেন । এবং তিনিই তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহারা ই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে ।

২৩ । এবং তোমরা (তোমাদের পাপসমূহকে) এই কারণে গোপন করিত না যে, (পরকালে) তোমাদের কর্ণ, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের চর্ম তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে, বরং তোমরা

الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٧﴾

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِّنَدْنِيَنَّهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَثَرُهُ ۚ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٨﴾

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَنَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صُورَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٩﴾

وَجَبَّيْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٢٠﴾

وَيَوْمَ يُخْتَمُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٢١﴾

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَنُوعُهُمْ وَإِبْصَارُهُمْ وُجُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

وَقَالُوا ابْجُودْهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا لَدُنَّا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٣﴾

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعِزُّونَ أَنَّ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ

ধারণা করিতে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অনেক কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত নহেন যাহা তোমরা করিতেছ ।

২৪ । এবং তোমাদের এই কুখারণাই, যাহা তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে পোষণ করিয়া আসিয়াছ, তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে, ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছ ।'

২৫ । এখন তাহারা ধৈর্য ধারণ করিলেও আঙনই হইবে তাহাদের আবাসস্থল, এবং তাহারা (আল্লাহর সমীপে) নৈকট্য কামনা করিলেও তাহারা নৈকট্য-প্রাপ্তিদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে না ।

২৬ । এবং আমরা তাহাদের জন্য এমন সহচররূপ নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি, যাহারা তাহাদের সম্মুখবর্তী এবং তাহাদের পশ্চাত্তরী সকল কার্যকলাপকে তাহাদের দৃষ্টিতে মনোহর করিয়া দেখাইয়াছে, ফলে তাহাদের উপরও সেই প্রত্যাদেশ জারী হইয়া গেল যাহা জিন্ন এবং ইনসানের অপরাপর জাতিসমূহের উপর জারী হইয়াছিল, যাহারা ইহাদের পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে । নিশ্চয় তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল ।

২৭ । এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'তোমরা এই কুরআন শুনিও না, এবং ইহার মধ্যে (পাঠ কালে) শোর গোল সৃষ্টি কর, যাহাতে তোমরা জয় লাভ করিতে পার ।'

২৮ । সূতরাং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে আমরা ইহার-জুর্মা তাহাদিগকে অবশ্যই কঠোর আঘাতের স্বাদ গ্রহণ করাইব এবং তাহাদিগকে তাহাদের জঘনাতম কার্যকলাপের প্রতিফল দিব ।

২৯ । আল্লাহর শত্রুদের প্রতিফল ইহাই— আঙন । তথায় তাহাদের জন্য দীর্ঘকাল বসবাসের আবাস (অবধারিত) রহিয়াছে, ইহা হইবে প্রতিফল স্বরূপ, কারণ তাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে হঠকারিতার সহিত অস্বীকার করিত,

৩০ । এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! জিন্ন ও ইনসান হইতে আমাদেরকে ঐ সকল লোক দেখাইয়া দাও যাহারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, যাহাতে আমরা তাহাদের উভয়কে আমাদের পদতলে মর্দন করি, যাহাতে তাহারা নিরুদ্ভূত লোকদের অন্তর্গত হইয়া যায় ।'

اللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ③

وَذِكْرُكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْذَلَكُمْ فَأَصَابَكُمْ مِنَ الْخَيْرِ ④

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْيِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ ⑤

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْكِتَابِ وَإِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ⑥

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلَبُونَ ⑦

فَلَنَذِقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑧

ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْعَدُوِّ وَاللَّهُ الْبَارُّ لَهُمْ فِيهَا دَامُوا الْخُلُوفَ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَأْتِينَا يَجْحَدُونَ ⑨

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِي أَصْلَحْنَا مِنَ الْإِنسِ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا نَحْتًا أَقْدَامًا لِيَكُونُوا مِنَ الْآسَفِينَ ⑩

৩১। নিশ্চয় যাহারা বনে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্,' অতঃপর তাহারা দৃঢ়তার সহিত অবিচল থাকে, তাহাদের উপর ফিরিশ্তাপন নাযল হয় (এই বলিয়া), 'তোমরা ভয় করিও না, এবং দুঃখিত হইও না এবং সেই জ্ঞানাতের জন্য তোমরা অনন্দিত হও যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইতেছে,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا تَتَرَوْنَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣١﴾

৩২। আমরা তোমাদের বন্ধু— ইহজীবনেও এবং পরজীবনেও। তথায় তোমাদের মন যাহা কিছু কামনা করিবে তাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইবে এবং যাহা কিছু তোমরা ফরমায়ের করিবে তাহাও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে—

نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣٢﴾

৪
[৭]
১৮

৩৩। অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়ের পক্ষ হইতে ইহা আপ্যায়ন স্বরূপ হইবে।'

﴿٣٣﴾ نَزَّلْنَا مِنْ عَفْوَ رَحِيمٍ

৩৪। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং সংকর্ম করে, এবং বলে, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীগণের অন্তর্গত ?'

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٤﴾

৩৫। বস্তুতঃ ভাল এবং মন্দ সমান নহে; অতএব তুমি উহা দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর যাহা সর্বোত্তম, ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি, যাহার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে শত্রুতা রহিয়াছে, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হইয়া যাইবে।

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي فِي يَدِكَ إِلَى الْآخِرَةِ فَإِنَّ أُخْسَنَ فَاذًا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৬। কিন্তু ইহার অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকে যাহারা খৈর্য ধারণ করে, এবং ইহার অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকে যাহারা মহা সৌভাগ্যশালী।

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনিই সর্বপ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র তাহার নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত। তোমরা সূর্যকে সেজদা করিও না, এবং চন্দ্রকেও না, বরং তোমরা কেবল সেই আল্লাহ্‌কে সেজদা কর, যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা তাহারই ইবাদত কর।

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ يُرَاءُوهُ يُعْبُدُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। যদি তাহারা অহংকার করে, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, যাহারা তোমার প্রতিপালকের সম্মুখান আছেন, তাহারা রাত্রিতে ও দিবসে তাহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে এবং তাহারা ক্লান্ত ও প্রান্ত হয় না।

وَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئُونَ ﴿٣٩﴾

৪০। এবং ইহাও তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত যে, তুমি পৃথিবীকে গুরু-কৃণহীন দেখিতে পাও, অতঃপর যখন আমরা উহাতে বারি বর্ষণ করি তখন উহা সতেজ ও সফীত হইয়া উঠে; নিশ্চয় যিনি উহাকে (যমীনকে) সজীবিত করেন, তিনি অবশ্যই মৃতদের জীবনদাতা; তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَالِيَةً فَلَمَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الدِّقَىٰ أَحْيَاهَا لَكُمُ الْغُوثَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

৪১। যাহারা আমাদের নিদর্শনাবলীর মধ্যে বক্রতা দেখাইবার জন্য উহাদিগকে বিকৃত করে তাহারা কখনও আমাদের দৃষ্টি হইতে গোপন নহে যে ব্যক্তি আগুন নিষ্কিঞ্চ হইবে, সেই ব্যক্তি কি উত্তম অথবা যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে শান্তির সহিত (আমাদের নিকটে) আসিবে, সে উত্তম? তোমরা যাহা চাহ কর; যাহা কিছু তোমরা করিতেছ, নিশ্চয় তিনি উহার দ্রষ্টা।

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آيَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيرٌ ﴿٤١﴾

৪২। নিশ্চয় যাহারা এই যিক্রকে (কুরআনকে) অস্বীকার করিয়াছে যখন ইহা তাহাদের নিকট আসিল (তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে)। অথচ ইহা নিশ্চয়ই এক মহা সম্মানিত কিতাব,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤٢﴾

৪৩। কোন প্রকার মিথ্যা ইহার নিকট ইহার সম্মুখ হইতেও আসিতে পারে না এবং ইহার পশ্চাৎ হইতেও না। পরম প্রজাময়, মহা-প্রশংসনীয় আল্লাহর নিকট হইতে ইহা নাযেল হইয়াছে।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٣﴾

৪৪। তোমাকে (শত্রুপক্ষ হইতে) কেবল উহাই বলা হইতেছে যাহা তোমার পূর্ববর্তী রসুলগণকে বলা হইয়াছিল। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক ক্ষমার অধিকারী এবং যন্তনাদায়ক শাস্তির মালিক।

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٤﴾

৪৫। এবং আমরা যদি ইহাকে অনারবী ভাষায় (নাযেল) করিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা (মক্কাবাসীরা) বলিত, 'কেন ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় নাই? কি! ভাষা অনারবী এবং (নবী) আরবীয়?' তুমি বল, 'ইহা একটি হেদায়াত এবং আরোপ্য তাহাদের জন্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে।' এবং যাহারা ঈমান আনে নাই তাহাদের কর্ণে বধিরতা আছে, এবং ইহা তাহাদের নিকট অজ্ঞানতার দ্বারা হইয়া আছে। তাহারা ই এমন লোক (যেন) তাহাদিগকে অনেক দূরবর্তী স্থান হইতে আহ্বান করা হইতেছে।

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَعْجِبْنِي وَعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَبُشْرَىٰ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٥﴾

৪৬। এবং আমরা মূসাকেও এক কিতাব দিয়াছিলাম, কিন্তু উহার মধ্যেও মডভেন করা হইয়াছিল; বস্তুতঃ যদি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক বাকা পূর্ব হইতে বলা না থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের মধ্যে (অনেক পূর্বই) ফয়সালা করিয়া দেওয়া হইত, এবং নিশ্চয় তাহারা ইহার সম্বন্ধে এক অস্বস্তিকর সন্দেহে নিপতিত রহিয়াছে।

৪৭। যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, বস্তুতঃ উহা তাহারই নিজের কল্যাণের জন্য হইবে, এবং যে ব্যক্তি মন্দকর্ম করে, উহার শাস্তি তাহারই উপর বর্তিবে। এবং তোমার প্রতিপালক বান্দাগণের প্রতি আদৌ মূল্যমাকারী নহেন।

২৫তম সূরা

৪৮। কেবল তাহারই প্রতি কিয়ামতের জ্ঞান সমর্পিত হয়। তাহার অভ্যাসসারে কোন ফল উহার কলির আবরণ হইতে বাহির হয় না এবং কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন, এই বলিয়া যে, 'কোথায় আমার শরীকরা?' তাহারা বলিবে, 'আমরা তোমাকে স্পষ্টভাবে নিবেদন করিয়াছি যে, আমাদের মধ্যে কেহই (এই কথার) সাক্ষী নাই'।

৪৯। তাহারা পূর্বে মাহাদিসিকে আহ্বান করিত তাহারা তাহাদের নিকট হইতে উখাও হইয়া যাইবে এবং তাহারা বিশ্বাস করিবে যে, এখন তাহাদের জন্য পলায়নের কোন স্থান নাই।

৫০। মানুষ নিজ কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে কখনও ক্লান্ত হয় না, কিন্তু যদি কোন অকল্যাণ তাহাকে স্পর্শ করে তখনই সে নিরাশ হইয়া পড়ে।

৫১। এবং তাহাকে কোন দুঃখ-যাতনা স্পর্শ করার পর যদি আমরা আমাদের সন্নিধান হইতে তাহাকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন অবশ্যই সে বলিতে থাকে, 'ইহা তো আমারই প্রাপ্য' এবং আমি বিশ্বাস করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে। আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হয় তাহা হইলে নিশ্চয় আমার জন্য তাহার নিকট উত্তম নেয়ামতসমূহ প্রস্তুত থাকিবে।' সূত্রাং আমরা অবশ্যই কাফেরদিগকে তাহাদের কৃত-কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিব এবং অবশ্যই আমরা তাহাদিগকে কঠোর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাইব।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُودِي بَيْنَهُمْ وَلَئِنْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُؤِيبٌ ۝

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝

إِلَيْهِ يُرْجَعُ السَّاعَةَ وَمَا تَكْرُجُ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَدْ جَاءَ أَهْلَ الْكِتَابِهَا وَمَا يُعْمَلُ مِنْ أَثَرٍ وَلَا تَصْنَعُ إِلَّا بِالْعِلْمِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِبْنُ شَرِكْلَىٰ قَالُوا أَذُنْكَ مَا مَعَنَا مِنْ شَيْءٍ ۝

وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَلُّوا مَا لَهُمْ مِنَ الْقِيَمِ ۝

لَا يَسْمُرُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعَا الْغَيْرِ وَإِنْ مَقَرَّ الْمَرْءُ يَتُوسُّ مَقُوطٌ ۝

وَلَئِنْ أَقَمْتُمْ رَحْمَةً مِّنَ بَيْنِ صَلَاحٍ مِّنْهُمْ لَيَعْلَوَنَّ هَذَا إِلَىٰ وَمَا أَطْنُ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ وَلَئِنْ رُجِعْتَ إِلَىٰ رَبِّهِ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُصَّةَ فَلَنُتِمَّنَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُيَقِلَّهُمْ مِنْ عِلَاقٍ ۝

৫২। এবং যখন আমরা মানুষকে কোন নেয়ামত দান করি, তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং নিজ পার্থ পরিবর্তন করিয়া ফেলে, এবং যখন কষ্ট তাহাকে স্পর্শ করে তখন সে লজ্জা-চণ্ডা দোয়া করিতে থাকে।

وَلَمَّا آتَيْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ آعْرَضَ وَكُنَّا بِمُنَاجَاةٍ
وَرَأَاهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ۝

৫৩। তুমি বল, 'তোমরা চিন্তা করিয়া আমাকে বল, যদি ইহা আল্লাহর সন্নিধান হইতে সমাপ্ত হইয়া থাকে এবং তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তাহার অপেক্ষা অধিক বিদ্রান্ত আর কে হইতে পারে ?'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ
بِهِ مِنْ أَمَلٍ مِمَّنْ هُوَ فِي شَقَاكٍ بَوِينٍ ۝

৫৪। নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যেও আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাইব এমন কি তাহাদের জন্য সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, ইহা সূনিশ্চিত সত্য। ইহা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নহে যে, তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর সম্যক পর্যবেক্ষক ?

سَرُونَهُمْ أَيْتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

৫৫। ওন ! তাহারা নিজেদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিপতিত; আবার ওন ! তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُخِيطٌ ۝